আজকের কাগজ

তারিখ 23 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

রাজশাহীর ছাত্রনেতা জামিল আখতার রতন হত্যা মামলার রায়

৬ শিবির কর্মির যাবজ্জীবন

রাজশাহী থেকে সুজাউদ্দিন ছোটন ও হোসেন শহীদ সুমন ঃ রাজশাহীর সাম্প্রতিককালের চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক হত্যাকান্ড জামিল আখতার রতন হত্যা মামলার রায় গতকাল বিকেলে এক জনাকীর্ণ আদালতে রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ এনামুল হক ঘোষণা করেছেন। রায়ে জামিল আখতার রতন হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার দায়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৬ জন কর্মিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরো ৬ মাসের জেল। এ মামলার বাকি ৯ জন আসামীকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে।

এ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামীরা হলো- ছাত্র শিবির কর্মি বজলার রশিদ, শফিকুজ্জামান স্বপন, জহরুল, আক্তার হোসেন, নূরুল ইসলাম ও তরিকুল। বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ভাষা সৈনিক এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, এ্যাডভোকেট আশরাফ আলী ও এপিপি অঙ্কুর সেন। আসামীদের পক্ষে কৌসুলী ছিলেন সাদ আহমেদ, মিজানুল ইসলাম ও মোখলেছুর রহমান।

উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালের ৩১ মে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি ও পঞ্চম বর্ষের ছাত্র জামিল আখতার রতনকে ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারিদের সামনে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। ঐ দিনই জামিল আখতার রতনকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের কর্তৃক নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগে বোয়ালিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বাদী ছিলেন নিহত জামিল আখতার রতনের মামা আজিজ আহসান।

এদিকে এ রায় ঘোষণার পর রাজশাহীতে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত কোনো সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়নি। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা, আমির আলী, এস এম ও শেরেবাংলা হলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবস্থান নিয়েছে বলে জানা গেছে। যে কোনো মুহূর্তে এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে সম্ভাব্য সংঘাতের আশংকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই ক্যাম্পাস ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে।

গতকাল এ রায় ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রিয় সংসদের সভাপতি রুহুল কুদ্দুস বাবু এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ রায়ের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হলো যে, ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির চক্র সারাদেশে হত্যা খুনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। রাকসু নেতা বিবৃতিতে আরো বলেন, এ ঐতিহাসিক রায় প্রমাণ করেছে জামাত ও ইসলামী ছাত্র শিবির একটি খুনীদের সংগঠন। তিনি সারাদেশে জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

অপর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রিয় সংসদের সভাপতি রাগিব আহসান মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হাসান বুলু বলেছেন, বিচারকের এ রায়ে ৬ জন খুনী শিবির কর্মিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করায় এটাই সত্যে প্রমাণিত হলো ঘাতক শিবির কর্মিরা জামিল আখতার রতনকে হত্যা করেছিলো। নেতারা শিবিরের সকল খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানান।